যুগান্তর

তারিখ 15 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

জাবি সিন্ডিকেটের অন্যায় সিদ্ধান্ত

এম শামসুল আলম

ছোটবেলায় স্কুলজীবনে শিক্ষকদের মুখে শুনেছি। পড়েছি পাঠ্যবইয়ে। বুঝেছি তারও অনেক পরে। সম্প্রতি যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনার বিচার এবং তা প্রতিরোধের নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীতে আবার অনুধাবন করলাম, 'মানুষ মানুষের জন্য'। এ প্রসঙ্গে নিকটতম অতীতে ঘটে যাওয়া কতিপয় ঘটনা আমাকে নাড়া ও তাড়া দেয়। ব্যাকুল হই অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য। আরও বেশি বিচলিত হই, যখন ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখ রাতে অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের দেখে ফেরার পথে মুঠোফোনে ভিন্ন কোন এক প্রসঙ্গে আলাপের এক পর্যায়ে সুলতানা কামাল অনুরোধের সুরে বললেন, 'আপনারা ছেলেমেয়েগুলোর দিকে একটু তাকান। ওদের অনেকেরই অবস্থা খারাপ। ...' তখন আমি নিজের মধ্যে অস্থিরতা বোধ করি এবং অপরাধ বোধে তাড়িত হই। শুরু করি বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলা। পরের দিন শুরু হয় অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে জাতীয় ব্যক্তিত্বদের বিবৃতি প্রদানের আয়োজন। ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ৫০ জন জাতীয় ব্যক্তিত্বের বিবৃতি প্রকাশ পায়। তা দেখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু মোহাম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তার সঙ্গে আলোচনা হয়, কিভাবে এসব অনশনরত ছাত্রছাত্রীর অনশন ভাঙানো যায়। আলোচনায় আমরা উভয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করি। তিনি দুপুরের পর মুঠোফোনে আমাকে অবহিত করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের অনশনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। তাদের অনশন ভাঙানোর ব্যাপারে কি করা যায় তা নিয়ে তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কথা হয়েছে। অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে কয়েকজনকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। যদি অনশন ভাঙানো না যায়, তাহলে যে কোন সময় তাদের যে কেউ দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। ফলে ওইদিন ইফতারির পর তাদের অনশন ভাঙানোর ব্যাপারে একটি প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং সে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমরা যারা বিবৃতিতে সই করেছিলাম তাদের কয়েকজন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হই।

সন্ধ্যার পর আমরা একে একে শহীদ মিনার চত্বরে উপস্থিত হই। উপস্থিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক। বাইরে থেকে অধ্যাপক নিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি গোলাম রাব্বানী, কামাল লোহানী, খুশি কবীর ও আমি উপস্থিত ছিলাম। ছাত্রছাত্রীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল সহকারে শহীদ মিনারে এসে সমবেত হতে থাকে। স্লোগানে মুখরিত হয় চত্বর। পাশেই অস্থায়ী ছাউনিতে চলছে পাঁচ দিনব্যাপী অনশন। ছাত্রীরা জনৈক শিক্ষকের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার। সে শিক্ষকের স্থায়ী অপসারণের দাবিতে এ অনশন। অনশনে অংশ নিয়েছে ১৫ জন ছাত্রছাত্রী। ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্যে আমরা জানতে পারি, পুরো নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এ আন্দোলনে জড়িত। দীর্ঘ চার মাস ধরে চলছে ক্লাস বর্জন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পর্যায়ে এ ঘটনার তদন্ত করেছে। এখনও করছে। সর্বশেষ তদন্ত শেষের পথে। ছাত্রছাত্রীদের আশংকা তারা ন্যায়বিচার পাবে না। অভিযোগের প্রমাণ না পাওয়ার অজুহাতে অভিযুক্ত রেহাই পেতে পারেন এমন আশংকায় ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন শুরু। অবশেষে তারা আমরণ অনশনের পথ বেছে নেয়। আমরা লক্ষ্য করেছি এবং কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে বুঝেছি, এ দীর্ঘ সময় ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনরত থাকলেও তারা কোন অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েনি। ধৈর্য হারায়নি। পরিশেষে অনশনের পথ বেছে নেয়। ধীরে ধীরে গুরুতর অসুস্থতার দিকে এগিয়ে যায়। তারা আমাদের দেখে এবং আমাদের কথায় আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছে, তাদের শিক্ষকরা তাদের খোঁজ নেননি। তারা উপেক্ষা এবং অবহেলার শিকার।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ঐতিহ্যবাহী বিশ্বমানের একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুসজ্জিত এ প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর গর্ব। অতিথি পাখির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি অভয়ারণ্য। শীতপ্রধান দেশ-বিদেশ থেকে এখানে বিচরণে আসে বসে তাদের মিলনমেলা। সে মেলা দেশের মানুষের চোখ জুড়ায়। অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয় তার ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ হতে পারেনি। তার শিক্ষক তার এ নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ। এ অভিযোগ শিক্ষক কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকার যে ছাত্রী, তার নিজের। পরিস্থিতির ভয়াবহতা ভাবা যায় না। পিতা বা ভ্রাতার কাছে কোন নারী নিরাপদ নয়, যেমন ভাবা যায় না; আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষকের কাছে কোন ছাত্রী নিরাপদ নয়, তেমন ভাবা যায় না। এ রকম চিন্তা-চেতনা নিয়েই আমরা শিক্ষকতা শুরু করেছিলাম। শহীদ মিনার চত্বরে ছাত্রীদের মুখে নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেয়া স্লোগান এবং বক্তব্যে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তা আমার শিক্ষকসত্তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। আমি সে আঘাত সইতে পারিনি। তাই আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, ২৭ বছর শিক্ষক জীবন পেরিয়ে এসে আমারই মতো আরেকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শোনার চেয়ে আমার মরণ ভালো ছিল। আরও বলেছি, নানা কারণে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন এখন দুর্বল। এ অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সে প্রক্রিয়ায় সমন্বয় করে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রশাসনের জন্য এখন একটি কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও শিক্ষকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুটি অভিযোগ কোনভাবেই নমনীয় দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তা হল— ১. যে অভিযোগে আজকের অনশন এবং ২. ছাত্রছাত্রীদের নম্বর প্রদানে অসদুপায় অবলম্বন। কর্তৃপক্ষের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের যে অবিশ্বাস এবং শিক্ষকদের প্রতি যে অনাস্থা জন্মেছে, তা নিরসন হওয়া এখন জরুরি। এই বিবেচনায় কোন কালক্ষেপণ না করে যে সমস্যা সমাধান না হওয়ায় এ সংকট, তা জরুরি সমাধান করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই।

অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা অনশন চালিয়ে যাবে, এমন দৃঢ় প্রত্যয়ে শংকিত হয়ে কামাল লোহানী বলেছেন, 'এমন একটি ঘটনার প্রতিকারের জন্য এমন মূল্যবান জীবন শেষ করতে হবে!' নিশ্চয় না। আমরা অনশন ভাঙানোর জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাতে থাকি। উপাচার্য তার বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করে বলেন, ইতিমধ্যে তদন্ত শেষ হবে এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় উত্থাপিত সমস্যা নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু বাস্তবে যা হল তা ছিল অভাবনীয়। সিন্ডিকেট অভিযুক্ত শিক্ষককে সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। এরপর শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত কতটা ন্যায়ানুগ হয়েছে সেটাই দেখার বিষয়। একজন সহকর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে তারা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী তথা নির্যাতিতের আবেদন-আকুতি উপেক্ষা করেছে।

আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পাখির জন্য নয়, তার ছাত্রীদের জন্যও অভয়ারণ্য হবে এবং ১৩ সেপ্টেম্বরের পর নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অন্যায় ও অপমানের জ্বালা ভুলে সানন্দে ক্লাসে ফিরে যাবে। কিন্তু সিন্ডিকেটের একতরফা ও অন্যায় সিদ্ধান্তে তা হল না।

এম শামসুল আলম : অধ্যাপক, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়